International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.69-77
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.69-77

শিশুদের উপর সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

গোবিন্দ সামন্ত

গবেষক, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Social media is a fast-growing platform for children/younger people to communicate, express themselves and share content of all types. Social media and smartphones have become a part of our daily lives. Children access these technologies and the internet at younger age. It has given rise to a new cultural pattern that changed the entire social, behavioural scenario of the society and the way people interact with each other. As a tool, social media is a double-edged sword: while it has many benefits, it can also influence children in unhealthy ways. Most websites offer communication through the use of Facebook, Myspace, Twitter, Instagram, YouTube. LinkedIn and many various blog formats which are easily available to them and affects them at multiple levels: behaviourally, mentally and socially. Social Media affects children differently, depending on their personalities, their gender, the nature of their home and social environments, and their life experiences. The society and law makers have a great responsibility in monitoring these problems such as cyberbullying, online grooming, FOMO (fear of missing out) depression, anxiety, increasing narcissism, sexting, and excess to inappropriate contents. This paper will explore the various positive as well negative effects on children.

Keywords: impact, social media, children, anxiety, unhealth, younger age.

ভূমিকা: সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমবর্ধমানভাবে অনেক শিশুদের জন্য দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রতি বছর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এমন ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে বোঝায় যেখানে ব্যবহারকারীরা তৈরি করতে পারে ধারনা, তথ্য শেয়ার করা, বা সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এ অংশগ্রহণ করা। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রিয়াকলাপ সোশ্যালে অন্যদের সাথে আলাপচারিতা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ফেসবুকের মতো নেটওয়ার্কিং সাইট, প্রিয় লেখকের লেখা অনলাইন ব্লগ পড়া, ইউটিউব ক্লিপ দেখা বা ভার্চুয়াল এক্সপ্লোর করা একটি অনলাইন খেলা বিশ্ব. সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার একটি পৃথক কার্যকলাপ হিসাবে করা যেতে পারে যা ব্যক্তিরা নিজেরাই অনুসরণ করে (যেমন, একটি পড়া Facebook টাইমলাইন) বা অন্য লোকেদের সাথে করা একটি সহযোগী কার্যকলাপ (যেমন, অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে একটি অনলাইন গেম খেলা)। সামাজিক শিশুদেরকে তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগ করতে সাহায্য করার

ক্ষেত্রেও মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যখন সোশ্যাল মিডিয়া শুধু সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর চেয়ে বিস্তৃত, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট বয়সের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে যখন একটি সম্ভাব্য ব্যবহারকারী সাইটে যোগ দিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, Facebook এবং Snapchat এর জন্য বাচ্চাদের তেরো বছর বয়স হতে হবে এবং এই বয়স সীমাবদ্ধতা শিশুদের অনলাইন গোপনীয়তা সুরক্ষা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুরক্ষা যেমন বয়স সীমাবদ্ধতাগুলি হল অনলাইন হুমকি থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য এই সাইটগুলি দ্বারা আরোপিত। যাইহোক, বাস্তবে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীরা যোগদান করছে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করছে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের মধ্যে। অতএব, প্রাক-কিশোর বা শিশু (যাদের বয়স তের বছরের কম, 'শিশু' শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হতে পারে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের উল্লেখ করুন) সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে শিশুদের ঝুঁকির পাশাপাশি উদ্বেগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখনি সমাধান করা প্রয়োজন৷ অনলাইনে সক্রিয় থাকার জন্য শিশুদের বিকাশের প্রস্তুতি সম্পর্কে। প্রথাগত স্ক্রিন মিডিয়া (যেমন, টেলিভিশন) এখনকার ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে একীভূত হতে পারে। এটাও মনে রাখতে হবে অভিভাবকদের ভূমিকা বিবেচনা করা দরকার কারণ তারাই প্রায়শই বাচ্চাদের স্মার্টফোন সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া সুযোগ করার জন্য ট্যাবলেট। পকৃতপক্ষে, শিশুদের জীবনে মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সঞ্চিত জ্ঞান পরামর্শ দেয় যে তাদের উভয়ই ইতিবাচক থাকতে পারে শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং ভিডিও গেমগুলিতে নিয়মিত সহিংসতা, যা মিডিয়াতে সাধারণ বিশ্বব্যাপী বিষয়বস্তু, একাধিক স্তরে শিশুদের প্রভাবিত করতে দেখা গেছে: আচরণগতভাবে (বর্ধিত আক্রমণাত্মক আচরণ), মানসিকভাবে (তারা যে বিশ্বে বাস করে তার প্রতি উচ্চতর ভয় এবং উদ্বেগ) এবং সামাজিকভাবে (সঙ্গীর কষ্টের প্রতি সংবেদনশীলতা) মানুষের সংঘাত সমাধানের প্রাথমিক উপায় হিসেবে মানুষ এবং সহিংসতার বৈধতা)। এমনকি সহিংসতা যাতে চিত্রিত হয় পরিণতি শিশুদের ভূমিকা এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরীক্ষা করা গবেষণাটি এখনও তুলনামূলকভাবে কম গবেষণা করা হয়েছে। যে পর্যালোচনা করা সাহিত্যে, 'শিশু' শব্দটি প্রায়শই শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে৷ শিশু অধিকারের উপর জাতিসঙ্ঘ কনভেনশন (UNCRC) সর্বত্র শিশুদের অধিকারের কথা বলে: বেঁচে থাকার অধিকার; প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ; সহিংসতা, অপব্যবহার এবং শোষণ থেকে সুরক্ষা; এবং পারিবারিক, সাংস্কৃতিক এবং সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অধিকার সামাজিক জীবন; এবং গোপনীয়তার অধিকার এবং আরও অনেক কিছু।

সোশ্যাল মিডিয়া এবং শিশু: সোশ্যাল মিডিয়া হল অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির একটি শব্দ যা লোকেরা অন্যদের সাথে সংযোগ করতে, মিডিয়া বিষয়বস্তু শেয়ার করতে এবং সামাজিক গঠন করতে ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমের সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু প্ল্যাটফর্মের মধ্যে রয়েছে Facebook, Twitter, WhatsApp, Tumblr, Instagram, Pinterest, Skype, ইউটিউব এবং স্ন্যাপচ্যাট। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার অর্থ হল কন্টেন্ট আপলোড করা এবং শেয়ার করা। এটা অন্তর্ভুক্ত:

1) অনলাইন প্রোফাইল তৈরি করা
2) মন্তব্য পোস্ট করা বা চ্যাটিং
3) ফটো এবং ভিডিও আপলোড করা
4) শেয়ারিং লিঙ্ক

5) ফটো এবং বিষয়বস্তু ট্যাগ করা
6) গেম পরিবর্তনগুলি তৈরি এবং ভাগ করা
7) বিদ্যমান বিষয়বস্তু রিমিক্স করা বা পরিবর্তন করা এবং শেয়ার করা।

শিশুদের উপর সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব:

ক) শিশুদের উপর সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব: শিশুদের উপর সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব গত কয়েক বছরে, আমরা ফেসবুক, টুইটার এবং মাই স্পেস ইত্যাদির মতো সোশ্যাল মিডিয়া এবং নেটওয়ার্কিং সাইটের বিস্ফোরণ দেখেছি; শিশুরা বন্ধুদের সাথে সংযুক্ত থাকার এবং নতুন লোকেদের সাথে সাক্ষাতের এই নতুন এবং উচ্চ প্রযুক্তির উপায়টিকে লালন করে। এই সাইটগুলির কিছু নেতিবাচক প্রভাব এবং কীভাবে তাদের রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে অভিভাবকদের নিজেদের সচেতন রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট যে সামগ্রিকভাবে সামাজিক মিডিয়া নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে একজন ব্যক্তির সামাজিক মঙ্গল। অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, বিশ্বজুড়ে শিশুরা অনলাইন গ্রুমিং, অনুপযুক্ত ক্রমবর্ধমান মামলার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে উপাদান, অশ্লীল/পর্নোগ্রাফিক এক্সপোজার, বিপথগামী বিজ্ঞাপন, অনলাইন জুয়া, বর্ণবাদ, সাইবার বুলিং, সেক্সটিং, উল্লেখ করার জন্য কিন্তু কয়েক প্রযুক্তি এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে শিশু এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের বিপদে ফেলার আরও পথ খোলা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সামাজিক সমস্যা/অপরাধের তালিকা অনেক, কিন্তু আমরা সেগুলির কয়েকটিকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি:

1) চাইল্ড পর্নোগ্রাফি
2) শিশু যৌন নির্যাতন এবং সেক্সটিং
3) শিশুর সাজসজ্জা
4) পরিচয় প্রতারণা
5) সাইবার বুলিং এবং সাইবারস্ট্যাকিং
6) মানসিক অসুস্থতা, নার্সিসিজম এবং আচরণগত ব্যাধি

1) চাইল্ড পর্নোগ্রাফি: চাইল্ড পর্নোগ্রাফি একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা একজন ব্যক্তির যে কোনো চিত্রনাট্য হিসাবে বিবেচিত হয় যেটি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে মনে হয় যারা এতে জড়িত যৌন বা যৌন সম্পর্কিত আচরণ। এর মধ্যে রয়েছে ছবি, ভিডিও এবং কম্পিউটার দ্বারা তৈরি সামগ্রী। এমনকি একটি ইমেজ পরিবর্তন বা ভিডিও যাতে এটি একটি নাবালক বলে মনে হয় তা শিশু পর্নোগ্রাফি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। শিশু পর্নোগ্রাফি দখল এবং বিতরণ একটি যৌন অপরাধ যা রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য। এই অপরাধ সাধারণত ঘটে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা অবৈধ ছবি ধারণ করে ইন্টারনেট থেকে ফাইল ডাউনলোড করে। এর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম অবৈধ শিশু পর্নোগ্রাফি হল শৈল্পিক রেন্ডারিং বা চিত্রণ যা গুরুতর সাহিত্যিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে।

2) শিশু যৌন নির্যাতন এবং সেক্সটিং: যৌন নির্যাতনের সংজ্ঞা শিশু ও তরুণ ব্যক্তি আইনের ধারা 2 উপধারা (3) (গ) এ বলা হয়েছে: "একজন শিশু বা যুবক এক জন ব্যক্তি যৌন নিপীড়িত হয় যদি সে অংশগ্রহণ করে থাকে, সে একজন অংশগ্রহণকারী বা একজন পর্যবেক্ষকহিসেবে, যৌন প্রকৃতির যে কোনো

কার্যকলাপেকোন অশ্লীল, অশ্লীল বা অশালীন উপাদান, ছবি, রেকর্ডিং, ফিল্ম, ভিডিও টেপ বা পারফরম্যান্সের উদ্দেশ্যে বা সেই ব্যক্তির বা অন্য ব্যক্তির যৌন তৃপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা যৌন শোষণের উদ্দেশ্য"। "সেক্সটিং" হল প্রেরক বা প্রেরকের পরিচিত কারোর যৌনতাপূর্ণ ছবি বা ভিডিও পাঠানো বা ফরোয়ার্ড করা cell phone। এটি তরুণদের মধ্যে সাধারণ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ অল্প বয়সে কিশোর-কিশোরীদের কাছে সেল ফোন দেওয়া হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের সবচেয়ে চরম রূপের মধ্যে সেক্সটিং জড়িত। হল নগ্ন, অর্ধ-নগ্ন বা যৌনতাপূর্ণ ছবি পাঠানো, এবং সম্মতিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আইনী হলেও, এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ কারণ একজনকে বিশ্বাস করতে হবে যে অন্যটি ভাগ করবে না ছবি, এমনকি সম্পর্কের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও। আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ কিশোর-কিশোরী sexting-এ অংশগ্রহণ করে এবং ঝুঁকি হতে পারে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে বেশি।

3) শিশুর সাজসজ্জা: সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে দুঃখজনক দিকগুলির মধ্যে একটি হল ক্রমবর্ধমান প্রমাণ যে পেডোফাইলরা জাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারে অল্পবয়সী শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া। তারা বাচ্চাদের জয়ের জন্য একই বয়সের ভান করে আত্মবিশ্বাস তারপরে তারা তাদের স্কুল এবং তারা যেখানে আড্ডা দেয় সেই জায়গাগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য পেতে পারে। তারা তখন পারবে সেই তথ্যটি ব্যবহার করে তাদের ভুক্তভোগীদের সাথে যৌন যোগাযোগ করতে বা তাদের স্পষ্ট চিত্র বা বিষয়বস্তুর কাছে প্রকাশ করতে। এটি নৈতিক, মানসিক ব্যাধি এবং সামাজিক সমস্যা হতে পারে। যখন প্রায়ই শিশুদের মধ্যে যৌন শোষণ সম্পর্কে আলোচনা শিশু পর্নোগ্রাফি, শিশু পতিতাবৃত্তি, শিশু যৌন নির্যাতনের মতো অপরাধের কথা আমাদের মনে আসে কিন্তু আমরা খুব কমই চিন্তা করি শিশুকে এই ধরনের যৌন কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

4) সাইবার বুলিং এবং সাইবারস্ট্যাকিং: সাইবার-গুন্ডামি 'ইন্টারনেট, সেল ফোন বা অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করে টেক্সট বা ছবি পাঠাতে বা পোস্ট করার প্রক্রিয়া অথবা টেক্সট মেসেজ পাঠানো এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পোস্ট করার মতো প্রতিকূল আচরণের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে বিব্রত করা ইন্টারনেট।' সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ধৃত বিপদগুলির মধ্যে একটি হল সাইবার বুলিং। সাইবার বুলিং ও একটি সমস্যা এবং এর ফলে শিকার হতে পারে বিষণ্নতা এবং উদ্বেগ সম্মুখীন. সাইবার বুলিং অনেকের মধ্যে তরুণদের আত্মহত্যার কারণও হয়েছে দেশ এটা যথেষ্ট খারাপ যে এমন শিশুরা আছে যারা অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা নেতিবাচক মন্তব্যের শিকার হয় এবং অনেকে এর শিকার হয় অপরিচিত। অনেক তরুণ অনলাইন ব্যবহারকারী অনলাইন যৌন শিকারীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়৷ সাইবার-গুণ্ডামি (কাউকে ধমক দেওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ব্যবহার, সাধারণত ভয় দেখানো বা হুমকিমূলক বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে) এটি অনলাইনে সাধারণ, এটি মানসিক আঘাতের কারণ হতে পারে এবং কখনও কখনও আত্মহত্যার দিকেও নিয়ে যায়৷ 49.5% শিক্ষার্থী রিপোর্ট করেছে অনলাইনে গুন্ডামি করার মাধ্যমে শিকার করা হয়েছে এবং 33.7% অনলাইন বুলিংয়ে স্বীকার করেছে। একটি 2012 সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অন্তত 800,000 নাবালকের Facebook-এ হয়রানি করা হয়েছে। সাইবার বুলিং-এর শিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা হত্যার চেষ্টা করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ ছিল নিজেদের. সাইবার বুলিং এর প্রভাবের একটি মর্মান্তিক উদাহরণ রেহতাহ পারসন্সের কানাডিয়ান গল্পে দেখা যায়, যিনি মারা গিয়েছিলেন তার একটি যৌন স্পষ্ট ছবি ভাইরাল হওয়ার পর 2013 সালে একটি আত্মহত্যার প্রচেষ্টার ফলে।

5) **সাইবার-স্টকিং:** স্টাকিংকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ভুক্তভোগীর প্রতি আবেশী নজরদারি বা মনোযোগ যা তাকে হয়রানি করতে পারে। সাইবার-স্টকিং হতে পারে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে বিভিন্ন উপায়ে করা হয়। এতে মিথ্যা অভিযোগ, মানহানি, অপবাদ এবং মানহানি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটাও হতে পারে নিরীক্ষণ, পরিচয় চুরি, হুমকি, ভাঙচুর, যৌনতার জন্য অনুরোধ, বা হুমকির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন তথ্য পাওয়া অন্তর্ভুক্ত,বিব্রত বা হয়রানি কখনও কখনও, একজন প্রাক্তন প্রেমিক বা পত্নী একটি সম্পর্কের বিচ্ছেদে রাগান্বিত হতে পারে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারে শিকার অনুসরণ. অন্য ক্ষেত্রে, অনলাইনে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্ক টক হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা হতে পারে স্টকার দ্বারা ব্যবহৃত। কেউ এলোমেলো সাইবার স্টকিং আক্রমণের শিকারও হতে পারে। সাইবার স্টকিং বলতে বোঝায় 'একটি নক্ষত্রমণ্ডল' এমন আচরণ যেখানে একজন ব্যক্তি আরেকজন বারবার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ এবং যোগাযোগের উপর আঘাত করে। ইমেল, সামাজিক নেটওয়ার্ক, তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ, ব্যক্তিগত ডেটা অনলাইনে উপলব্ধ, ইন্টারনেটে থাকা সমস্ত কিছু সাইবার স্টকাররা তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারে তাদের শিকারের সাথে অনুপযুক্ত যোগাযোগ। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া স্টকিংয়ের সাথে সাইবার স্টকিংকে বিভ্রান্ত করবেন না। নতুন নিযুক্ত সহকর্মী বা নতুন পাওয়া নিয়ে 'গবেষণা করছেন' বন্ধু, তার ফেসবুক প্রোফাইল এবং ইনস্টাগ্রাম ফিড অন্বেষণ করে বরং নির্দোষ। কারো কার্যকলাপের উপর নজর রাখা সোশ্যাল মিডিয়া বিনিময়ে কিছু না দিয়ে কেবল একজনের জীবনের অন্তর্দৃষ্টি পাচ্ছে।

6) শিশুদের পরিচয় চুরি: আমেরিকান একাডেমি অফ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি অনুসারে, 60% মার্কিন কিশোরদের (13-17 বছর বয়সী) অন্তত একটি সামাজিক মিডিয়া প্রোফাইল। সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলির একটি বড় সমস্যা হল যে শিশুরা প্রায়শই পুরোপুরি পড়তে বা বুঝতে পারে না তাদের অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা সেটিংস। তারা অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত নয়। অনুযায়ী সাম্প্রতিক সমীক্ষা, 20% যুবক মনে করে যে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং ছবি অনলাইনে পোস্ট করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এরকম বাচ্চারা পারে সহজেই পরিচয় চুরির শিকার হন। স্ট্যানলি উদ্বেগজনক সত্যটি প্রকাশ করেছে যে 'শিশু পরিচয়পত্র জালিয়াতি বা চুরি বছর বয়সের আগে 25% বাচ্চাদের প্রভাবিত করবে।' সামাজিক মিডিয়া সাইট এবং অনলাইন গেমস এবং অ্যাপগুলি নিয়মিতভাবে বাচ্চাদের তাদের জন্ম তারিখ সহ ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসা করে। সঙ্গে একটি শিশু সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য, পরিচয় চোররা সন্তানের নামে ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে। এই চুরি হতে পারে পরবর্তী জীবনে শিশুদের জন্য সমস্যাযুক্ত; যখন তারা, বা তাদের পিতামাতা, আবিষ্কার করেন যে তাদের একটি নেতিবাচক ক্রেডিট ইতিহাস রয়েছে, এটি ক্ষতি মেরামত করতে খুব দেরি হতে পারে। বেশিরভাগ বাবা-মা তাদের সন্তানদের ক্রেডিট রিপোর্ট চেক করেন না, তবে এটি একটি প্রয়োজনীয় হতে পারে সতর্কতা. স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে, সামাজিক মিডিয়া ওয়েবসাইটগুলি অপরাধীদের নতুন এবং সৃজনশীল উপায় প্রদানে অবদান রেখেছে এবং প্রতারকরা তাদের অপরাধ করতে। প্রথাগত অপরাধকে তারা নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। উপরন্তু, এটা খুব পরিণত হয়েছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে অপরাধীদের জন্য তাদের অপরাধ নিয়ে গর্ব করা সাধারণ ঘটনা যা 'পারফরমেন্স ক্রাইম' এর জন্ম দেয়। একটি বিশেষ যে অপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা হল আইডেন্টিটি থেফ্ট। প্রিটিনস (9-12) এবং অল্প বয়স্ক কিশোরদের (13) জন্য বিপদের মধ্যে রয়েছে: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, পরিচয় চুরি, গোপনীয়তার উদ্বেগ, বিরক্তিকর এবং

অনুপযুক্ত উপাদান অ্যাক্সেস, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, এবং মানসিক স্বাস্থ্য উদ্বেগ যেমন বিষণ্নতা বৃদ্ধি, উদ্বেগ, এবং খারাপ ঘুম।

7) মানসিক অসুস্থতা, নার্সিসিজম মানসিক অপব্যবহার এবং আচরণগত ব্যাধি: মানসিক নির্যাতনের সংজ্ঞা শিশু ও তরুণ ব্যক্তি আইনের ধারা 2 উপধারা (3) (বি) এ বলা হয়েছে: "একটি শিশু বা যুবক মানসিকভাবে আহত হয় যদি তার মানসিক বা মানসিক কার্যকারিতার উল্লেখযোগ্য এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রতিবন্ধকতা থাকে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, প্রত্যাহার, আগ্রাসন বা বিলম্বিত উন্নয়ন।"

অনেক শিশু সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলিতে যে শক্তিশালী বিজ্ঞাপন দেখে তার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এটি তাদের অভ্যাসকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে এবং মানসিক বোঝাপড়া। তাদের অনেকেই জানেন না যে তারা পৃথকভাবে টার্গেট করা হয়েছে কারণ সাইটগুলি তাদের ট্র্যাক রাখে অভ্যাস এবং জনসংখ্যা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত যুবকরা প্রতিদিন তাদের পোস্ট করা ভিডিও, ফটো এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখতে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করে বন্ধু এবং অ্যাকাউন্ট তারা অনুসরণ করে। এই আসক্তি স্কুলের কাজ, খেলাধুলা, অধ্যয়ন এবং অন্যান্য উৎপাদনশীলতার মতো অন্যান্য কার্যকলাপকে ব্যাহত করে রুটিন তারা প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ সময় নষ্ট করে যার ফলে স্কুলে গ্রেড খারাপ হয়। কিছু ভারী ব্যবহারকারী সোশ্যাল মিডিয়া দিনে 100 বার এবং কখনও কখনও স্কুল চলাকালীনও তাদের ফিড চেক করতে স্বীকার করে। বাচ্চাদের কিছু এও বুঝতে পারে যে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় নষ্ট করছে এবং এটি তাদের মেজাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এটি তাদের মধ্যেও তৈরি করে পরাজয়বাদী মনোভাব।

মনোবিজ্ঞানীরাও দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের খারাপ প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন। একটি অনুসন্ধান এটি ইঙ্গিত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় কাটানো শিশুরা মানসিক স্বাস্থ্যে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ভার্চুয়াল জগতে নিমজ্জন তাদের মানসিক এবং সামাজিক বিকাশকে বিলম্বিত করে। কিশোরদের উপর প্রভাব অনেক শক্তিশালী।

8) সেলফি, নিজের ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা: ক্যামেরা ফোনের আবির্ভাবের সাথে সেলফি সবচেয়ে জনপ্রিয় জিনিসে পরিণত হয়েছে। নিজের প্রতি আবেশ, প্রতি ঘণ্টায় সেলফি তোলা এবং এটি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অবিরাম আপডেট পোস্ট করাও যুবকদের মধ্যে নার্সিসিজম বাড়াতে পরিচিত৷ তাদের মেজাজ নির্ভর করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ছবি কতটা প্রশংসিত হয় তার উপর এবং তারা না পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে যায় মনোযোগ তারা আশা করে। কিছু সেলফি আসক্ত বিপজ্জনক কাজ করতে পরিচিত যেমন আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বন্যদের সাথে পোজ প্রাণী বা অস্ত্র বা চলন্ত যানবাহনের কাছাকাছি দাঁড়ানো যেমন ট্রেন একটি 'ঠান্ডা' সেলফি তোলার জন্য যা মারাত্মকভাবে শেষ হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণও পরিলক্ষিত হয় কারণ তারা গণ সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে যা অযৌক্তিক বা নিজেদের ছবি তোলার সময় বিপজ্জনক কার্যকলাপ। তাদের নিজস্ব পৃষ্ঠা থাকা বাচ্চাদের আরও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। কিছু অরক্ষিত শিশু তারপর এই ধারণার অধীনে বাস করবে যে সবকিছু তাদের চারপাশে ঘোরে। এটি অকার্যকর মানসিক অবস্থার একটি অগ্রদূত পরবর্তীতে তাদের জীবনে এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং বিচ্ছিন্ন বোধ করার প্রবণতা বেশি। "স্মার্টফোন আসক্তিকে বিবেচনা করা হয় ইন্টারনেট আসক্তির বিভাগ, কারণ তারা মূল ঝুঁকির কারণগুলি ভাগ করে নেয়,"।

(খ) শিশুদের উপর সামাজিক মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাব: সোশ্যাল মিডিয়া বেশিরভাগই নেতিবাচক আলোকে আলোচনা করা হয় যখন এটি শিশুদের উপর এর প্রভাবের কথা আসে, তবে কিছু কিছু আছে সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইতিবাচক যুক্তি। সোশ্যাল মিডিয়া শিশুদের অনলাইন বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করতে পারে শেয়ার করা স্বার্থ। এগুলি হতে পারে সমর্থন নেটওয়ার্কগুলি, উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী বা চিকিৎসার অবস্থা, কিশোর-কিশোরীদের জন্য যারা সমকামী আকৃষ্ট, অথবা বিশেষ সাংস্কৃতিক পটভূমির শিশু। মন্তব্য করার জন্য সাইট থাকতে পারে এবং গেম, টিভি সিরিজ, সঙ্গীত বা শখের মত বিশেষ আগ্রহের বিষয়বস্তু শেয়ার করা।

এখানে শিশুদের জন্য সামাজিক মিডিয়ার সুবিধা রয়েছে:

(i) সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনলাইনে সময় কাটানো তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বিষয়ে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের মাধ্যমে তাদের পথ নেভিগেট করার জন্য দক্ষতা প্রয়োজন। এটি তাদের ডিজিটাল যুগে যোগ্য নাগরিক হতে দেয় যেখানে তারা বৃহত্তর সমাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেই প্রজন্মের সামাজিক দক্ষতা শিখতে পারে। তারাও শিখবে বন্ধু এবং পরিচিতদের একটি বিস্তৃত অনলাইন নেটওয়ার্ক থাকার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।

(ii) সোশ্যাল মিডিয়া তরুণরা এমন ইতিবাচক উপায়ে ব্যবহার করছে যা আগে ভাবিনি। এটি শুধুমাত্র একটি মাধ্যম নয় সামাজিকীকরণ, কিন্তু শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করার, ইন্টারঅ্যাক্ট করার এবং বিস্তৃতভাবে শেখার একটি নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছে শ্রোতা. শিক্ষার্থীরা এটিকে অধ্যয়ন গোষ্ঠী গঠনের জন্য ব্যবহার করছে যেখানে তারা সহজেই এবং তাৎক্ষণিকভাবে ধারণা এবং শেখার ভাগ করতে পারে উপাদান।

(iii) সামাজিক নেটওয়ার্কিং বাচ্চাদের শেখার উপায়ও পরিবর্তন করেছে। এটি যেখানে আরও পিয়ার-ভিত্তিক শেখার পদ্ধতি চালু করেছে ছাত্ররা দলে তাদের সহকর্মীদের থেকে শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। তারা সর্বদা যোগাযোগ করছে এবং একজনকে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে আরেকটি যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে পরিমার্জিত করে। তারা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে একে অপরের কাছ থেকে শিখতে আরও উৎসাহী। শেখা এখন নতুন উৎস থেকে আসতে পারে এবং শুধুমাত্র তাদের পিতামাতা বা শিক্ষক নয়।

(iv) সোশ্যাল মিডিয়া কেবল যোগাযোগের একটি হাতিয়ারই নয়, এটি কিশোর এবং তরুণদের জীবনের একটি আমদানি অংশও বটে।প্রাপ্তবয়স্কদের এটি তাদের স্পোর্টস টিম, অ্যাক্টিভিটি ক্লাব এবং ক্লাস থেকে তাদের সমবয়সীদের সাথে সংযুক্ত থাকার সুযোগ দেয় একই ধরনের আগ্রহ থাকা অন্যদের সাথে নেটওয়ার্কিং করার অনুমতি দেয়।

(v) এটা দেখা গেছে যে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল, বিবেচ্য এবং সম্পর্ক-ভিত্তিক করে তোলে। তারা তাদের বন্ধুদের পোস্ট করা ছবি, ভিডিও বা স্ট্যাটাস আপডেট মন্তব্য করে বা লাইক দিয়ে তারা কেমন অনুভব করে তা প্রকাশ করুন। তারাও তাদের জন্মদিনে আগের চেয়ে অনেক বেশি লোককে শুভেচ্ছা জানান।

(vi) বাচ্চারা অনলাইনে তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে অন্যদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্ব বজায় রাখে এমনকি যখন তারা আর পারে না ব্যক্তিগতভাবে একে অপরের সাথে দেখা করুন।

(vii) এটা লক্ষ্য করা গেছে যে তরুণদের দ্বারা দেখানো ভার্চুয়াল সহানুভূতি তাদের দুস্থ বন্ধুরা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সামাজিক মাধ্যম। এটি তাদের মেজাজ উন্নত করতে এবং সমস্যার সমাধান

খুঁজে পেতে পরিচিত। ভার্চুয়াল সহানুভূতিও ছড়িয়ে পড়তে পারে বাস্তব জগতে প্রবেশ করুন এবং তরুণদের শেখান কিভাবে আরও সহানুভূতিশীল হতে হয়৷

(viii) সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদের অন্যদের সাথে সংযোগ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করে যাদের সাথে তারা একই ধরনের আগ্রহ শেয়ার করে। এটা হতে পারে সঙ্গীত, শিল্প, গেম এবং ব্লগের সাথে জড়িত শখ বা পেশার সাথে সম্পর্কিত কিছু।

(ix) তারা তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কিং গ্রুপগুলির মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং ইতিবাচক নিয়ে আসে পরিবর্তন কিছু উদাহরণ হল তহবিল সংগ্রহের প্রচারণা এবং রাজনৈতিক ঘটনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করা।

(x) সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদেরকে সারা বিশ্বের লোকেদের সাথে নেটওয়ার্ক করার অনুমতি দেয়, তাদের সংস্কৃতি এবং ধারণার সাথে প্রকাশ করে তারা অন্যথায় জুড়ে আসতে পারে না । এটি তাদের জীবন এবং সাধারণভাবে মানুষের সম্পর্কে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সহায়তা করে।

উপসংহার: গৃহীত গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ব্যবহার কতটা কার্যকরভাবে প্রভাবিত করেছে তার উপর আলোকপাত করা। শিশুদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই মূল্যায়ন করে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট এখানে তাই থাকার জন্য, একটি সমাজ হিসাবে, আমরা শিশুদের ক্ষতিকর সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। তাদের গোপনীয়তা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ঝুঁকি এবং সাইবার বুলিং এবং শোষণের দুর্বলতা, শিশুদের পাশাপাশি তাদের পিতামাতার প্রতি শিক্ষার মাধ্যমে প্রশমিত করা প্রয়োজন, যত্নশীল, এবং শিক্ষাবিদরা। শিশুদের তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি শেখানো দরকার এবং এটি হওয়া উচিত তাদের জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা প্রদত্ত ভাল উদাহরণের মাধ্যমে যথাযথভাবে মডেল করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন এবং সফ্টওয়্যার, উপযুক্ত বিধিনিষেধ সহ, সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন যেগুলি শিশুদের অকার্যকর বা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের আরও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রায়শই অ্যাক্সেস এবং আইন থাকা দরকার ক্ষতিকারক পন্থা। তদুপরি, প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, শিশুরা তাদের পিতামাতার সাথে, সোশ্যাল মিডিয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সেগুলি কীভাবে নেভিগেট করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার৷ প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে একটি শিশুর শিক্ষার অংশ। অনলাইনে নিরাপত্তা সহ ডিজিটাল দক্ষতা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেখানো উচিত। অনুশীলনে, জন্য আজকের পরিবেশ, এর অর্থ প্রাথমিক (বা প্রাথমিক) স্কুল বয়স থেকে। অঞ্চল জুড়ে চাইল্ড হেল্পলাইন দরকার অনলাইন শিশু সুরক্ষা সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য পেশাদার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনলাইনের মাধ্যমে শিশুদের অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এসএমএস, অনলাইন চ্যাট এবং সোশ্যাল মিডিয়া সহ প্রযুক্তি।

আজকের যুবকরা শুধুমাত্র তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কি তা সচেতন নয় বরং তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকারগুলি আঁকতে আগ্রহী এবং উৎসাহী কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা ঠিক করুন। একইভাবে, এই সাইটগুলি তাদের সমস্ত লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য পূরণ করে পৃথিবী. যাইহোক, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি তাদের নতুন লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন, অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে এবং লাভ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করে প্রকাশ. যুবকরা তাদের কাছের এবং প্রিয়জনের মধ্যে কী ঘটছে

সে সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক এবং দ্রুত তথ্য অর্জনের সাথে চুক্তিতে আসে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের উৎসের মাধ্যমে তাদের জীবন তাদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আচরণ সম্পর্কে আপডেট করার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। যাইহোক, নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করে, আসিয়ান কাউন্টিগুলির গঠনমূলক ভূমিকা এবং অবদান অব্যাহত রাখতে হবে এই বিপদকে রোধ করার জন্য কঠোর আইন কারণ এটি শিশুদের জন্য নৈতিক, মানসিক ব্যাধি এবং সামাজিক সমস্যারও কারণ হতে পারে তাদের পরিবার এবং সমাজের জন্য। বর্তমানে, অনেক লোক তাদের পরিবারের চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি আসক্ত। অনেক স্বামী-স্ত্রী সামাজিক কাজে বেশি সময় ব্যয় করেন তাদের ভার্চুয়াল বন্ধুদের সাথে মিডিয়া, তাদের পত্নী এবং সন্তানদের জন্য সময় না করে। এতে শিশুরা আরো বেশি আসক্ত হয়।

তথ্যসূত্র:

1) Alim, S., কিশোর এবং সামাজিক মিডিয়ার জগতে সাইবার বুলিং: একটি সাহিত্য পর্যালোচনা। সাইবার আন্তর্জাতিক জার্নাল আচরণ. (2016) পৃঃ 68-95। https://www.researchgate.net/publication/304536995_Cyberbullying_in_the_World_of_Teenagers_and_Social_Media
2) বোনেটি, এল, ক্যাম্পবেল, এম. এ., এবং গিলমোর, এল, অনলাইন যোগাযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং কিশোর-কিশোরীদের সুস্থতা: একটি পদ্ধতিগত বর্ণনামূলক পর্যালোচনা, শিশু এবং যুব সেবা পর্যালোচনা. (2010)
3) শিশুদের সাথে একাকীত্ব এবং সামাজিক উদ্বেগের সম্পর্ক এবং কিশোরদের অনলাইন যোগাযোগ। সাইবার সাইকোলজি, আচরণ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং,
4) Bassier, K., Kiesler, S., Kraut, R., & Bonka, S.। হতাশার পরিবর্তনের উপর ইন্টারনেট ব্যবহার এবং সামাজিক সংস্থানগুলির প্রভাব। তথ্য, সম্প্রদায় ও সমাজ, (2008)
5) Best, P., Manktelow, R., & Taylor, B.। অনলাইন যোগাযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং কিশোর-কিশোরীদের সুস্থতা: একটি পদ্ধতিগত বর্ণনামূলক পর্যালোচনা। শিশু এবং যুব সেবা পর্যালোচনা. (2014)
6) বোনেটি, এল., ক্যাম্পবেল, এম. এ., এবং গিলমোর, এল.। শিশুদের সাথে একাকীত্ব এবং সামাজিক উদ্বেগের সম্পর্ক এবং কিশোরদের অনলাইন যোগাযোগ। সাইবার সাইকোলজি, আচরণ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং (2010)
7) শিশু পর্নোগ্রাফি, অনলাইন গ্রুমিং এবং সাইবার বুলিং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এশিয়ায় আইনী প্রতিক্রিয়া,2015https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21566/944920WP00PUBL0ooming0and0Cyberbull.txt
8) সিকোয়েন্স -এ অ্যাক্সেস করা হয়েছে। প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস অ্যাক্ট 1984, যা 15 জুলাই 2012 এ কার্যকর হয়েছিল সেপ্টেম্বর, 2018http://www.moha.gov.my/images/maklumat_bahagian/pq/act301.pdf.
9) স্ট্যা নলি, এম., শিশু পরিচয় চুরি: পিতামাতার জন্য একটি নির্দেশিকা, প্যারা থেকে অ্যাক্সেস করা হয়েছে (2017) https://www.forbes.com/sites/morganstanley/2017/08/02/child-identity-theft-a-guide-for-parents/#7f2103213177 28
10) Special Report We are Social. Digital in 2017 Southeast Asia Regional Overview. https://wearesocial.com/special-reports/digital-southeast-asia-2017 browsed on 25 Aug 2018. (2017)